যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৫০

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবন ও তাদের ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করে এমন প্রধান প্রধান সমস্যা ও উদ্বেগগুলো তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে একই রয়ে গেছে

সূত্র: কমিউনিটি ফিডব্যাক অ্যান্ড রেসপন্স মেকানিজম (সিএফআরএম) এবং লিসেনিং গ্রুপের আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন এজেন্সি নানা সময়ে যে মতামতগুলো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও হোস্ট কমিউনিটির কাছ থেকে সংগ্রহ করছে, ২০১৮ এর জানুয়ারি থেকেই বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন সে মতামতগুলো সমন্বয় করে আসছে। এভাবে এখন পর্যন্ত প্রায় ২,২৫,০০০ মন্তব্য ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা *'হোয়াট ম্যাটার্স?'* (যা জানা জরুরি) এ প্রকাশিত নিবন্ধগুলোর মূল বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। এছাড়া ২০১৯ সালে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন তাদের 'ফোরসাইট সার্ভিস' এর অংশ হিসেবে চারটি 'ফোরসাইট পেপার'[১] প্রকাশ করে যেখানে ক্যাম্পের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন প্রধান প্রধান বিষয়গুলো সম্পর্কে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছিল। আর শিক্ষা, জীবিকা, ঘনবসতি এবং সুরক্ষা/নিরাপত্তা সম্পর্কে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সেই সময়কার মতামতের সাথে বর্তমান সময়ের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা নিয়েই এই নিবন্ধটি তৈরি করা হয়েছে।

২০১৭ এর আগস্ট মাসে যখন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অনুপ্রবেশ ঘটে, সেই সময় থেকে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এ পর্যন্ত ৫০টিরও বেশি *'হোয়াট ম্যাটার্স?'* (যা জানা জরুরি) প্রকাশ করেছে এবং এই বুলেটিনগুলোর মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামতের ভিত্তিতে তাদের প্রধান উদ্বেগগুলোর কথা সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও এজেন্সিগুলোকে জানিয়েছে।

ডকুমেন্টেশন বা নথিভুক্তকরণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো সবসময়ই উদ্বেগের একটি কারণ

২০২১ এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সংগৃহীত কমিউনিটির ফিডব্যাক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ডকুমেন্টস (যেমন: রিলিফ কার্ড, যা তাদের ত্রাণ এবং অন্যান্য সেবা পেতে সাহায্য করে) এবং ক্যাম্পের বিভিন্ন সাইটের উন্নয়ন (যেমন:

১ http://www.shongjog.org.bd/news/i/?id=040c37cc-3b27-4d8a-9b66-d26a74485bff

সিঁড়ি, রাস্তা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ব্রিজ, পথ, ঢালের সুরক্ষা দেয়াল) নিয়ে সমস্যায় আছেন। বিশেষ করে, গত তিন বছর ধরে এই সমস্যাগুলো কতোটা প্রকট ছিল তা নিচের গ্রাফটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

ডকুমেন্টেশন বনাম সাইট উন্নয়ন সম্পর্কিত উদ্বেগ

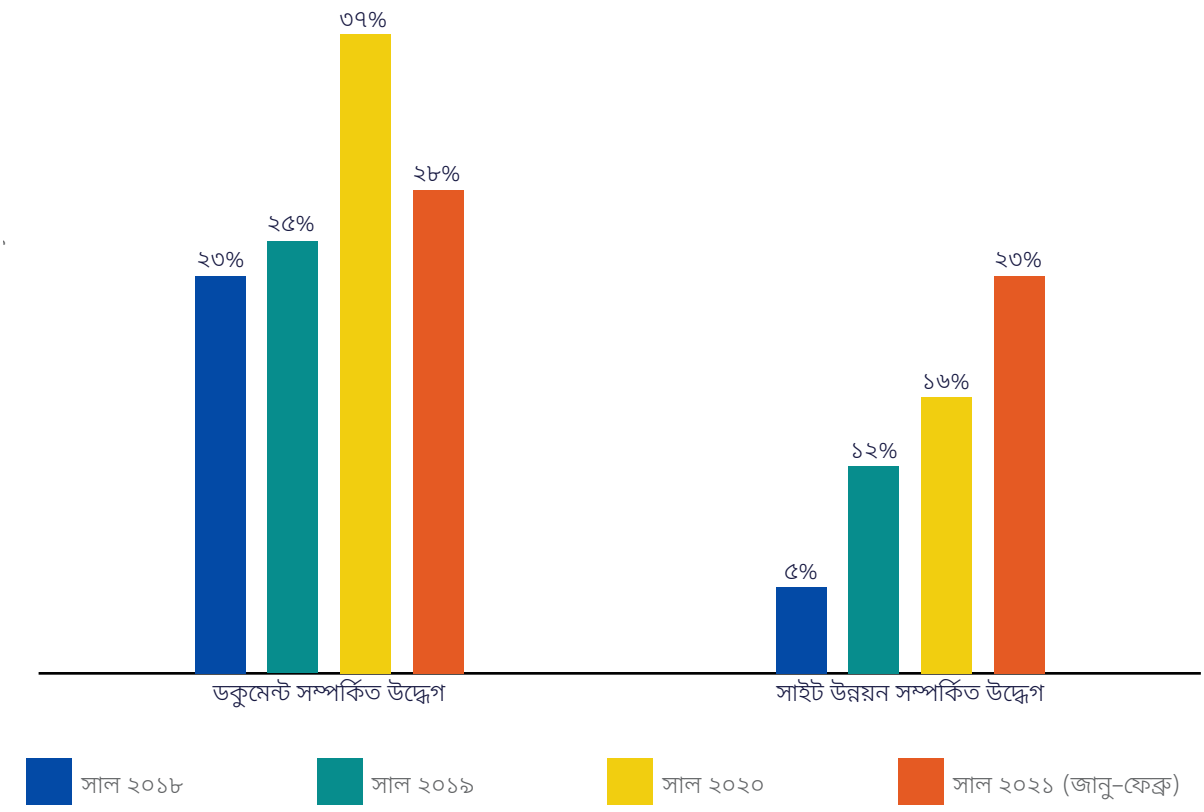

গত তিন বছর ধরে ত্রাণ সামগ্রী, স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ, শেল্টার উপকরণ সংগ্রহ, এলপিজি সিলিন্ডারের মতো রান্নার উপকরণ এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বাক্তিদের সহায়তা (ইভিআই) নেওয়ার মতো বিষয়গুলোতে ডকুমেন্টেশন বা নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া পরিবর্তন করে তা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষদের জন্য সহজ করা হলেও, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মাঝে ডকুমেন্টেশন নিয়ে উদ্বেগ কমবেশি সবসময়ই ছিল। বিশেষ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা এখনও তাদের ডকুমেন্ট/রিলিফ কার্ড নিয়ে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনকে বাধাগ্রস্থ করছে ('হোয়াট ম্যার্টাস?' পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলোতে, যেমন: অক্টোবর ২০১৮ এ প্রকাশিত ১২ তম সংখ্যা[১], জানুয়ারি ২০১৯ এ প্রকাশিত ১৮ তম সংখ্যা[২], জুন ২০১৯ এ প্রকাশিত ২৪ তম সংখ্যা[৩], সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ প্রকাশিত ২৮ তম সংখ্যা[৪], জুন ২০২০ এ প্রকাশিত ৪০ তম সংখ্যা[৫] এ রকম সমস্যার

১ https://app.box.com/s/9ovr5e82mcvmkrh90m1ttstj0s8je9aq
২ https://app.box.com/s/ndtiqhuvg5u18w5mkeoy3nazlvm4b359
৩ https://app.box.com/s/mab1542y2gls3ek3smll8m9rz1eg4xa0
৪ https://app.box.com/s/vh4mpnjz7mk1rsqc20bv2ysnu9f0jmlf
৫ https://app.box.com/s/gaj09paldqy2vasmvybe3ypyc8uit2px

কথা উল্লেখ করা হয়েছে)। সমাধান না হওয়া এসব সমস্যার কিছু ক্রমবর্ধমান প্রভাবও রয়েছে। যেমন: এই সমস্যাটি খাবার, হাইজিন কিট, শেল্টার কিট বা খাবার নয় এমন বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। এসব ক্ষেত্রে ডকুমেন্টেশন সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কিছু সমস্যার মধ্যে রয়েছে, সর্বশেষ যে কার্ডগুলো আছে সেগুলো না পাওয়া, কার্ড হারিয়ে ফেলা, আঙ্গুলের ছাপ না মেলা, পরিবারের বিভিন্ন তথ্য (যেমন: কার্ডে পরিবারের নতুন সদস্য হিসেবে কাউকে যুক্ত করা বা কারও নাম বাদ দেওয়া) হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয়তা, এবং এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে স্থানান্তর হওয়ার পর সে সম্পর্কিত জটিলতা। আর গত বছর কোভিড ১৯ মহামারির নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি ডকুমেন্টেশন সম্পর্কিত এই সমস্যাগুলোও চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছে বলে মনে হচ্ছিল। এমনকি ২০২১-এ এ পর্যন্ত যে উদ্বেগগুলোর কথা উঠে এসেছে তার মধ্যেও এটি প্রধান সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে, যেখানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সকল মতামতের মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগই ছিল ডকুমেন্টেশন সম্পর্কিত।

> "বেশ অনেকদিন ধরেই আমরা এই সমস্যার (ডকুমেন্টেশন) মধ্যে আছি। আর এই সমস্যাটি এতোদিন ধরে ঠিক না হওয়ার পেছনে করোনাভাইরাসও হয়তো একটি কারণ। বিষয়টি সম্পর্কে আমরা ক্যাম্পে কাজ করা অনেককেই জানিয়েছি, কিন্তু এর কোনো সমাধান পাইনি।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, কমিউনিটি নেতা/ মাঝি, ক্যাম্প ৮ ডব্লিউ,
> যা জানা জরুরি, ৪০ তম সংখ্যা, জুন ২০২০

সাইট পরিচালনা সংক্রান্ত উদ্বেগ বেড়েছে

২০১৯ সালের ফোরসাইট প্রকল্পের অংশ হিসাবে মানবিক সহায়তা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ক্যাম্পগুলো যেভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং এগুলো যে ধরনের ভূ-প্রাকৃতিক এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে সেসব কারণে ঘনবসতির[১] বিষয়টি ভবিষ্যতে অন্যতম প্রধান একটি বিষয় হয়ে উঠবে। বিশেষ করে, এখানকার মানুষদের জন্য পর্যাপ্ত রাস্তা, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, টয়লেট, বাথরুম এবং নলকূপ নির্মাণের জায়গার অভাবের কারণে মানবিক মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে বলে বিভিন্ন সেক্টরের বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছিলেন। এছাড়া ক্যাম্পগুলো ভবিষ্যতে আরও ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তাও ঝুঁকির মধ্যে পড়বে বলে তারা মনে করেছিলেন।

১ https://www.dropbox.com/s/lagaxu0iw05dvgx/CXB%20Foresight%20Service%20-%20Congestion%20-%20EN.pdf?dl=0

ঘনবসতির কারণে মানুষের সম্ভাব্য সমস্যা নিয়ে মানবিক সহায়তা দানকারী কর্মীদের অনুমান যে সঠিক ছিল গত কয়েক বছর ধরে সংগ্রহ করা কমিউনিটি মতামতগুলোতেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। বিশেষ করে, রাস্তাঘাট, পাহাড়ের ঢাল, সিঁড়ি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি প্রবাহের নালার মতো সাইট সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা নিয়মিতভাবেই তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। 'হোয়াট ম্যার্টাস?' (যা জানা জরুরি) এর পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যায় (জুলাই ২০১৯ এ প্রকাশিত ২৫ তম সংখ্যা[১] ও ২৬ তম সংখ্যা[২], সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ প্রকাশিত ২৮ তম সংখ্যা[৩], জানুয়ারি ২০২০ এ প্রকাশিত ৩২ তম সংখ্যা[৪]) আমরা এই উদ্বেগগুলো নিয়ে কথা বলেছি। তবে এ ধরনের বেশ কিছু সমস্যা সমাধানে এজেন্সিগুলোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ২০২১ এ প্রাপ্ত মতামতগুলো থেকে দেখা যায়, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য এ বিষয়গুলো এখনও অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে।

- রাস্তা, সিঁড়ি ও সেতুগুলোর অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে লোকজন (বিশেষত বয়স্ক ব্যক্তি, নারী ও শিশুরা) ত্রাণ সামগ্রী, পানি এবং অন্যান্য উপকরণগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় এবং দৈনন্দিন নানা প্রয়োজনে যাতায়াতের সময় প্রায়ই মারাত্মক দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে পড়ছেন। প্রবীণ ব্যক্তিরা মনে করেন যে চলাচলের পথ, সিঁড়ি ও সেতুগুলো ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারণে ক্যাম্পের আশপাশে তাদের চলাচলও সীমিত হয়ে পড়ছে।
- দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারণে ক্যাম্পগুলোতে মশার পরিমাণ যেমন বেড়েছে তেমনি এখানকার মানুষেরা তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতেও সমস্যায় পড়ছেন। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যমান ড্রেনগুলো উপচে পড়া বা ড্রেনগুলো আটকে থাকার কারণে দুর্গন্ধ তৈরি হচ্ছে বলেও তারা জানিয়েছেন।
- ভূমিধসের কারণে একদিকে যেমন কিছু শেল্টার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তেমনি এর ফলে কিছু শেল্টার ঝুঁকিপূর্ণও হয়ে পড়েছে। বিশেষত বর্ষা মৌসুমে এই শেল্টারগুলোর সুরক্ষায় মানুষ আরও কিছু সুরক্ষা দেয়াল বা ঢালের সুরক্ষা ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেছেন।
- রাস্তায় বাতি কম থাকায় বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে রাতের বেলা গোসলখানা বা ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে যেতে মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।

> "টয়লেটে কোনো আলো না থাকায় রাতে টয়লেটে যেতে আমার ভয় করে। আর যখন ভয় করে তখন আমি পরিবারের অন্য কোনো নারীকে সাথে নিয়ে যাই।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৫২, ক্যাম্প ১৩,
> যা জানা জরুরি, ৩২ তম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২০

১ https://app.box.com/s/qmczs7ru6k6g6qqwetscbcfkuh9k7t8t
২ https://app.box.com/s/ep7te2i7oq1r8e6xmybtr69vfvbhdta5
৩ https://app.box.com/s/vh4mpnjz7mk1rsqc20bv2ysnu9f0jmlf
৪ https://app.box.com/s/fzuqlwsgbxtwwnryb1wqinlavj3l5338

CXB

FORESIGHT

An insight into the emerging concerns in the Rohingya response

নিকট ভবিষ্যতে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বা অগ্রাধিকার পেতে পারে সে সম্পর্কে কমিউনিটির ভাবনাগুলো ভালোভাবে বোঝা এবং এর মাধ্যমে মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে সহায়তা করাই ছিল বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এর এ উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য। আর এটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৯ এর এপ্রিলে।

দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য এই সেবাটিতে একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের মতামত যেমন ছিল তেমনি হাতে থাকা তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ এবং ক্যাম্পের জন্য ভবিষ্যতে কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে সাহায্য করার জন্য তাদের অংশগ্রহণমূলক সম্পৃক্ততাও ছিল। এভাবে বিশেষজ্ঞরা যে কয়টি প্রধান বিষয়কে চিহ্নিত করেছিলেন সেগুলো পরবর্তী সময়ে কমিউনিটির মতামত, 'নিডস্ এন্ড পপুলেশন মনিটরিং' (এনপিএম) থেকে পাওয়া কমিউনিটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত তথ্য এবং চিহ্নিত বিষয়গুলো নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে নতুন কিছু প্রাথমিক গবেষণার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিকীকরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, 'ফোরসাইট সার্ভিস' যে চারটি বিষয়কে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলো হলো:

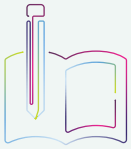

- শিক্ষা:যেহেতু অধিকাংশ রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীই ক্যাম্পে কোনো ধরনের শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা গ্রহণ করছিল না সে কারণে শিক্ষার বিষয়টিকে বিশেষজ্ঞ প্যানেল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হিসেবে নির্বাচিত করেন। সীমিত অর্থায়ন এবং কোন ধরনের শিক্ষা দেওয়া যাবে সে সম্পর্কে কিছু বাধানিষেধের কারণে শিক্ষার সুযোগগুলো তুলনামূলকভাবে সাদামাটা ছিল এবং শুধুমাত্র কমবয়সী শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হতো। বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের অভিভাবকরা এদের ভবিষ্যৎ এবং তারা যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগগুলো হারাচ্ছে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বলে ধারণা করা হচ্ছিল।

- জীবিকা: রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই তাদের পরিবারের খাওয়া-দাওয়ার জন্য ত্রাণের খাবারের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বৈশ্বিক দাতাগোষ্ঠীর অগ্রাধিকার যদি পাল্টে যায় তাহলে সে বিষয়টিকে বিবেচনা করলে রোহিঙ্গাদের বর্তমান এই অবস্থাটি অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ। আর এ কারণেই বিশেষজ্ঞ প্যানেল জীবিকার বিষয়টিকে অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেন।

- ঘনবসতি: মানবিক সহায়তা সম্পর্কিত কাজ করা বিশেষজ্ঞরা ক্যাম্পগুলোর ঘনবসতির বিষয়টিকেও অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হিসাবে দেখেছিলেন কারণ তারা মনে করছিলেন যে এটি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। এছাড়া বিশেষজ্ঞরা এটিও জানিয়েছিলেন যে, অপর্যাপ্ত জায়গার কারণে সবার জন্য পর্যাপ্ত টয়লেট, গোসলখানা, নলকূপ, রাস্তা, স্কুল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা আগে যেমন কঠিন ছিল তেমনি ভবিষ্যতেও তা কঠিন হয়ে পড়বে।

- সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা: নানা ধরনের অপরাধ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার মতো বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের প্যানেল সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে উদ্বেগের আরেকটি বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

বিস্তারিত জানতে: http://www.shongjog.org.bd/news/i/?id=040c37cc-3b27-4d8a-9b66-d26a74485bff

মহামারী শুরুর পর থেকে শিক্ষা ও জীবিকা মূল উদ্বেগ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে

শিক্ষা

২০১৯ জুড়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ক্যাম্পে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন সে তুলনায় শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে তারা ততোটা উদ্বেগ প্রকাশ করেননি। কিন্তু মহামারীর কারণে ২০২০ এ অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্র (টিএলসি)/শিশু বান্ধব কেন্দ্রগুলো (সিএফএস) দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল। ফলে শিশুরা তাদের পড়াশোনায় কম সময় ব্যয় করে খেলাধুলায় আরও বেশি সময় ব্যয় করতে শুরু করে এবং কিছু ক্ষেত্রে লেখাপড়া না করে বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে থাকে। আর শিশুরা যেহেতু স্কুল/টিএলসি'তে শেখা বিষয়গুলো ভুলে যাচ্ছিল তাই অভিভাবকরাও শিশুদের ভবিষ্যত বিকাশে এর প্রভাব নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

শিশুদের শিক্ষা অবকাঠামো বা শিক্ষা কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্বেগ

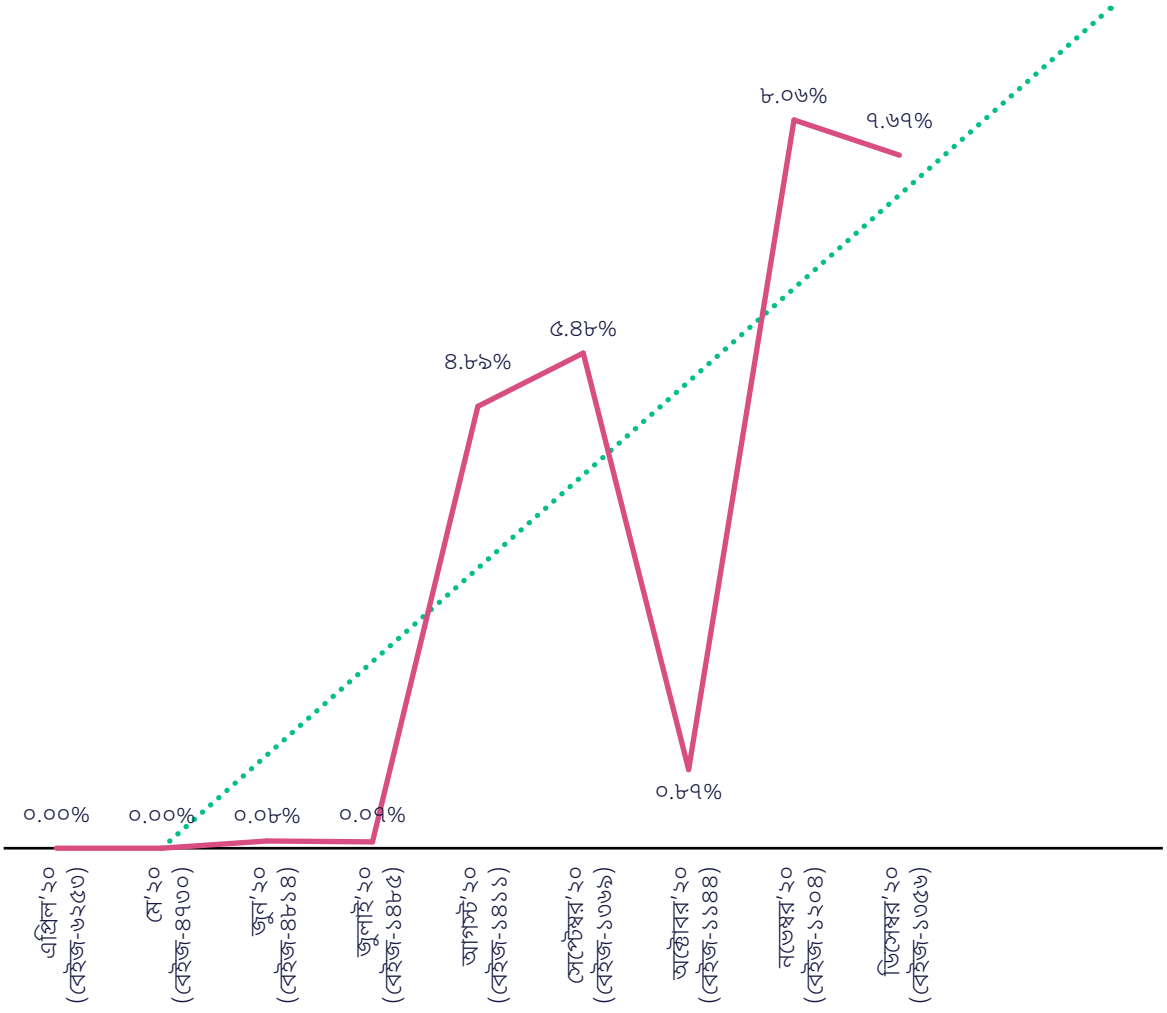

এ বিষয়টি সম্পর্কে ডিসেম্বর ২০২০ এ প্রকাশিত ৪৭ তম সংখ্যায়[১] যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে, সামনের মাসগুলোতে শিক্ষা সম্পর্কিত উদ্বেগগুলো যে বাড়তে পারে, প্রবণতা বিশ্লেষণ থেকে সে ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। এছাড়া শিক্ষা কেন্দ্রগুলো দিনের পর দিন বন্ধ থাকায় অভিভাবকেরা তাদের সন্তানের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য গৃহশিক্ষকের প্রয়োজনও আরও বেশি করে অনুভব করতে থাকেন। যদিও মহামারীর কারণে পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হওয়ার কারণে গৃহশিক্ষক রাখাটাও তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে ওঠে।

> "স্কুল বন্ধ থাকায় আমাদের ছেলে-মেয়েরা সারাদিনই খেলাধুলা করে। এটি তাদের বুদ্ধিমত্তাকে ব্যাহত করবে। ভবিষ্যতে তারা কোনো চাকরিও পাবে না।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী (৩০), যা জানা জরুরি, ৪৭ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২০

> "স্কুল বন্ধ থাকায় আমাদের শিশুরা যা যা শিখেছিল সব ভুলে যাচ্ছে।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী (৪৩), যা জানা জরুরি, ৪৭ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২০

জীবিকা:

কাজের অভাবে হতাশা (বিশেষত পুরুষদের মধ্যে), অপরাধ বেড়ে যাওয়া এবং পারিবারিক সহিংসতার মতো বিষয়গুলো বাড়বে বলে ফোরসাইট২ সার্ভিস প্রজেক্টে অংশ নেয়া বিশেষজ্ঞরা উদ্বিগ্ন ছিলেন। এছাড়া মানবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মীদের মধ্যে এ ধরনের ভয়ও ছিল যে, জীবিকার সুযোগ না থাকলে ক্যাম্পের নারী প্রধান পরিবারগুলো শোষণ ও পাচারের ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা মানবিক সহায়তা দেওয়া এজেন্সিগুলোর দেওয়া ত্রাণ সামগ্রীর উপর পুরোপুরি নির্ভর করেন না। বরং প্রয়োজনের সময়, যেমন: মাংস/মাছ বা অন্যান্য খাবার জিনিস কেনা, সন্তানদের টিউশনির জন্য টাকা দেওয়া, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাওয়াসহ নানা ধরনের খরচ মেটানোর জন্য তাদের বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হয়। আর পরিবারের এসব প্রয়োজন মেটাতে তাদের কেউ কেউ হোস্ট কমিউনিটিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন বা ক্যাম্পগুলোতে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হন। আবার বিভিন্ন সংস্থার কাজের বিনিময়ে অর্থ প্রদানের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমেও অনেকে কাজ খুঁজে নেন। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে ক্যাম্প ঘিরে তৈরি

১ https://app.box.com/s/wwa0pmyh6foikgohdb9pp9md8cyesdb6
২ https://www.dropbox.com/s/p3faqrbry1zkkdf/CXB%20Foresight%20Service%20-%20Livelihoods%20-%20EN.pdf?dl=0

করা বেড়ার কারণে যেমন একদিকে তাদের চলাচল বাধাগ্রস্থ হচ্ছে তেমনি মহামারী থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য গৃহীত নানা পদক্ষেপের কারণেও আয় করা যায় এমন কাজে অংশ নেওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে[১]। (যা জানা জরুরি, ৪৮ তম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২১) আর এ বিষয়গুলো শুধুমাত্র তাদের আয় রোজগারেই প্রভাব ফেলেনি, বরং টিউশনির টাকা দিতে না পারার কারণে সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হওয়ার মতো সম্পর্কিত প্রভাবও তৈরি করেছে।.

রোহিঙ্গা কমিউনিটির মধ্যে ক্রমবর্ধমান আর্থিক অসংগতি সম্পর্কিত উদ্বেগসমূহ

সংক্ষেপে বলা যায় যে, রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষেরা আলোচনা এবং অন্যান্য কমিউনিটি ফিডব্যক মেকানিজম এর মাধ্যমে তাদের উদ্বেগগুলো প্রকাশ করেছেন। তারা ডকুমেন্টেশন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি সাইট পরিচালনা, জীবিকা এবং শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছেন। আর কোভিড-১৯ এই সমস্যাগুলোকে আরও তীব্র থেকে তীব্রতরই করছে।

১ https://app.box.com/s/aenpxw3kvzpeaykjrobnntmjfv0aoeix

তিন বছর, পঞ্চাশটি সংখ্যা:
আসুন ফিরে দেখি *যা জানা জরুরি*

যা জানা জরুরি-র ৫০তম সংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক চিহ্নিত করে। এই সেই মঞ্চ যার মাধ্যমে ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টিডব্লিউবি) এবং সহযোগীরা কক্সবাজারে বসবাসরত রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্বেগগুলি তুলে ধরেছে। শত শত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে *যা জানা জরুরি* এই অসহায় মানুষদের মতামত মানবিক কমিউনিটির কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের কণ্ঠস্বর দিয়েছে। যা জানা জরুরি রোহিঙ্গা ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গি জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা ত্রাণ সংস্থাদের এই সম্প্রদায়গুলিকে আরও ভালোভাবে সহায়তা দিতে সক্ষম করে। এই নিবন্ধে আসুন আমরা এই সহায়তা কর্মকাণ্ডে ভাষা ও যোগাযোগের অপরিসীম গুরুত্বের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরে *যা জানা জরুরি*-তে টিডব্লিউবি-র অবদান ফিরে দেখি।.

২০১৮: সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা

২০১৮ সাল জুড়ে টিডব্লিউবি আবহাওয়া, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ), মুসলিম এবং হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য, জেন্ডার, প্রত্যাবাসন, সংখ্যা এবং পরিমাপ পদ্ধতির মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ভাষা, পরিভাষা এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং সচেতনতা গড়ে তুলেছে। যা জানা জরুরি-তে টিডব্লিউবি-র প্রথম অবদান, স্থানীয় সম্প্রদায়কে আবহাওয়া সম্পর্কে জানানো (https://app.box.com/s/9lfgyo432ekkdwwxe4cuib8w2vjc3vsf) শীর্ষক নিবন্ধে আমরা আবহাওয়া সম্পর্কে সম্ভাব্য প্রাণ রক্ষাকারী তথ্য কীভাবে স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে জানাতে হবে সেই ব্যাপারে পাঠকদের পরামর্শ দিয়েছিলাম। গত তিন বছরে *যা জানা জরুরি*-তে টিডব্লিউবি-র অন্যান্য বহু নিবন্ধের মতোই এই নিবন্ধটিতেও ঋতুর মতো সাধারণ একটি বিষয় সম্পর্কে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অনন্য ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছিল। বাংলাদেশীরা ঐতিহ্যগতভাবে যেখানে ছয়টি ঋতুর সাথে পরিচিত, সেখানে রোহিঙ্গারা সাধারণত মাত্র তিনটি ঋতুই চেনে : শীত, গরমের মৌসুম ও বর্ষাকাল। তীব্র ঝড় বা ঘূর্ণিঝড়ের মতো চরম আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য দেয়ার সময়, সম্প্রদায়গুলি যাতে দুর্যোগের জন্য প্রস্তুতি এবং তার মোকাবেলার জন্য সঠিক তথ্য পায় তা জরুরি। জরুরি পরিস্থিতিতে, এইসব পার্থক্য এবং ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাব্য প্রভাবগুলো অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৯: পার্থক্য চেনা

২০১৯ সাল জুড়ে টিডব্লিউবি নিরাপত্তা, সুরক্ষা, সুরক্ষিত করা, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কলঙ্ক এবং ধ্যানধারণা, প্রতিবন্ধীত্ব এবং ঔষধপত্রের মতো বিভিন্ন ধরণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। *যা জানা জরুরি*-র ২০১৯ সালের প্রথম সংখ্যা, সংখ্যা ১৭ তে (https://app.box.com/s/1a8mod923we8xlmcfoag3kw4pkahuzmt) চাটগাঁইয়া ও রোহিঙ্গা: এত কাছে তবু এত দূরে শীর্ষক নিবন্ধে রোহিঙ্গা এবং চাটগাঁইয়া ভাষার মধ্যে পার্থক্য এবং সাদৃশ্যগুলো খুঁজে দেখা হয়েছিল। এই নিবন্ধটিতে দুটি ভাষার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা এবং যেখানে সম্ভব, সংস্থাদের রোহিঙ্গা দোভাষী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের ব্যবহারের গুরুত্বের উপর জোর দেয়া হয়েছিল, এই

পরামর্শ টিডব্লিউবি এখনো দিয়ে যাচ্ছে। চাটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা এই সংকট মোকাবেলায় একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। তারা ক্যাম্পে ত্রাণ কার্যক্রমের এক অপরিহার্য অংশ। যদিও চাটগাঁইয়া এবং রোহিঙ্গা ভাষাভাষীরা সাধারণত একে অন্যের কথা বুঝতে পারেন, তবে ভাষাগত পার্থক্যের কারণে মাঝেমধ্যেই যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যাগুলো কিছু ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন ভুল যোগাযোগ বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে মানুষের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। স্বাস্থ্যসেবা এমনই একটি ক্ষেত্র যেখানে রোহিঙ্গা ভাষায় কার্যকর যোগাযোগ অপরিহার্য এবং সম্ভবত প্রাণ রক্ষা করতে পারে। রোহিঙ্গা ভাষায় কারিগরি শব্দ এবং ধারণা বোঝানোর জন্য প্রায়শই বর্ণনামূলক ভাষার প্রয়োজন হয়। চাটগাঁইয়া ভাষাভাষী ও সেবা সরবরাহকারীদের এটা অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের নিজেদের উপভাষা ও রোহিঙ্গা ভাষার মধ্যে কতটা পার্থক্য রয়েছে। ২০২০ সালের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে হঠাৎ করে কোভিড -১৯ রোগের আগমন এই বিষয়টির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।

২০২০: কোভিড -১৯ সংকটের মোকাবেলা

২০২০ সালের গোড়ার দিকে, কোভিড -১৯ মহামারীর কারণে সামগ্রিক সহায়তা কার্যক্রমে দ্রুত বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটেছিল। কোভিড -১৯ ক্যাম্পের মানুষদের জন্য যে ঝুঁকি তৈরি করেছিল তা প্রশমনের জন্য এই সংকটে কর্মরত অন্যান্য বহু সংস্থার মতোই, টিডব্লিউবি-রও দ্রুত পর্যালোচনা ও পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। মহামারীর শুরু থেকেই, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ভাষাগত ও যোগাযোগের চাহিদা একটি অগ্রগণ্য বিষয় ছিল।

২০২০ সালে যা জানা জরুরি-তে টিডব্লিউবি-র প্রথম অবদান ছিল রোহিঙ্গারা কীভাবে ভাইরাস ও রোগের ব্যাপারে কথা বলেন (https://app.box.com/s/ce8zycs0r8fgfxp45r6f93sx51z2l6va) শীর্ষক একটি নিবন্ধ যা ২০শে মার্চ ৩৩তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিবন্ধটিতে ভাইরাস ও রোগের বিস্তার ও চিকিৎসা সম্পর্কে রোহিঙ্গা পরিভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সাথে সাক্ষাৎকারে কোভিড -১৯ এবং আরও সামগ্রিকভাবে ভাইরাস ও রোগ সম্পর্কে তাদের ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের ব্যাপারে মূল্যবান তথ্য জানা গেছে। টিডব্লিউবি-র মতে এই নতুন তথ্য রোহিঙ্গাদের সাথে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত যোগাযোগের সময় সরল ভাষার নীতি (প্লেইন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রিন্সিপ্যাল) প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট করে তুলেছে, অর্থাৎ এমন পরিভাষা ও ধারণা ব্যবহার করা যার সাথে রোহিঙ্গারা ইতিমধ্যে পরিচিত।

"ময়লা (হো * সারা) তে ভাইরাস (ফুক) থাকে যার থেকে রোগ (বিআরাম) হয়"

– রোহিঙ্গা পুরুষ, ২৫

"যদি আপনার বাড়ির আশপাশে আবর্জনা (ফুরারি) থাকে তবে ময়লা (হো * সারা) থেকে গন্ধের সাথে ভাইরাস (ফুক) আপনার মুখে প্রবেশ করবে।"

– রোহিঙ্গা পুরুষ, ৫০

২০২০ সাল জুড়ে *যা জানা জরুরি*-তে টিডব্লিউবি-র প্রকাশিত বারোটি নিবন্ধেই মূলত কোভিড -১৯ এর প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা ভাষা, যোগাযোগ এবং তথ্যের চাহিদা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল রোহিঙ্গা ভাষায় কোভিড-১৯ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিভাষা, তথ্যের উৎস ও বিশ্বাস, কমিউনিটিকে তথ্য জানানার ক্ষেত্রে মাঝীর (রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতানেত্রী) ভূমিকা, ছবির মাধ্যমে বার্তা দেয়া ও চিহ্ন ও সংকেতের ভাষা, ক্যাম্পে এনজিও কর্মীদের উপস্থিতি কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ, তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ সমস্যা, তথ্যের ফরম্যাটের ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দ এবং টিকা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি। এই মহামারী রোহিঙ্গাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা জানার প্রয়োজনীয়তা সকলের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে। রোহিঙ্গা মূলত একটি মৌখিক ভাষা যার কোনও মানসম্মত লিখিত লিপি নেই এবং এতে কারিগরি পরিভাষাও খুব কম। জটিল বা অপরিচিত ধারণা সাধারণত পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে অথবা বর্ণনামূলক বাক্যাংশের সাহায্যে বোঝানো হয়। যেমন, "মহামারী"-র জন্য রোহিঙ্গা শব্দটি (দুনিয়াত আগাগুরা ফোলি জা গোইরে আবা বিয়ারাম) অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায় "বিশ্ব জুড়ে যে রোগ ছড়াচ্ছে"

কক্সবাজারে শরণার্থী সংকট মোকাবেলার শুরুর থেকেই টিডব্লিউবি রোহিঙ্গা ভাষা ও সংস্কৃতি এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভাষা ও যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞান গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। টিডব্লিউবি ও অন্যান্য ত্রাণ সংস্থা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের চাহিদাগুলো অনুধাবন ও পূরণ করতে সফল হবে কিনা সেটা এই জ্ঞান গড়ে তোলা এবং সকলের সাথে তা ভাগ করে নেয়ার ওপর নির্ভর করছে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।